প্রথম আলো

তারিখ 23 JUL 2017
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

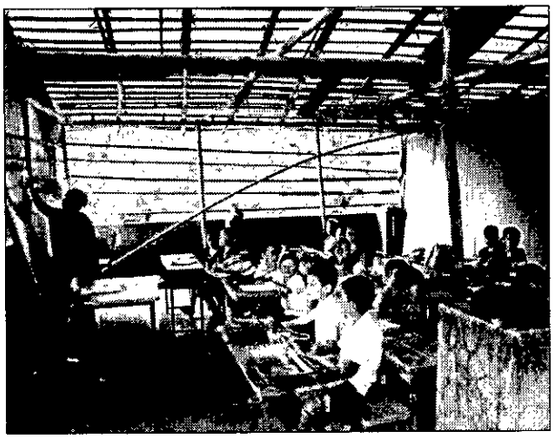

পাহাড়ধসে রাঙামাটির কুতুকছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি ভবনের একটি বিধ্বস্ত হয়েছে। শ্রেণিকক্ষের সংকটের কারণে এখন ভবনের ছাদে ত্রিপল টানিয়ে চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। গতকাল বেলা ১১টায় তোলা ছবি ● প্রথম আলো

ছাদে ত্রিপল টানিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান

সাধন বিকাশ চাকমা, রাঙামাটি থেকে ●

রাঙামাটিতে পাহাড়ধসে ৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত

রাঙামাটি সদর উপজেলার কুতুকছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি ভবনের একটি গত ১৩ জুনের ভয়াবহ পাহাড়ধসে বিধ্বস্ত হয়। অপর ভবনে কক্ষ রয়েছে দুটি। বিদ্যালয়ের ১৫২ জন শিক্ষার্থীর পাঠদানের জন্য এখন শ্রেণিকক্ষ রয়েছে মাত্র একটি। অন্য কক্ষটি শিক্ষক মিলনায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে বাধ্য হয়ে ভবনের ছাদে আপাতত ত্রিপল টানিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে।

রাঙামাটি শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কের পাশে কুতুকছড়ি বাজার। এই বাজার থেকে আরও প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে কুতুকছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় সেখানে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের বিধ্বস্ত ভবনের পাশে উঁচু পাহাড়। সেই পাহাড়ের একাংশ ধসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ভবনের সীমানাদেয়াল। বিদ্যালয়ের সামনের আঙিনাজুড়ে এখনো দুই থেকে তিন ফুট পাহাড়ধসের মাটির স্তূপ। পাহাড়ধসের ঝুঁকিতে আছে অন্য ভবনটিও। এ পরিস্থিতিতেই চলছে পাঠদান।

কুতুকছড়ির এই বিদ্যালয়ের মতো রাঙামাটি জেলার ৬০টি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পহাড়ধসে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নে চাইন্দ্যামনি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রাঙামাটি সদর উপজেলা সাপছড়ি ইউনিয়নে দেপ্লোয়াছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। ধসে গেছে ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক থেকে তিনটি শ্রেণিকক্ষ। অন্য বিদ্যালয়গুলোর দেয়াল, সীমানাপ্রাচীর, টিনের চালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাঙামাটি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রওশন আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, জেলায় ৬১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পাহাড়ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬০টি। এর মধ্যে রাঙামাটি সদরে ১৯টি, লংগদুতে ৩টি, বিলাইছড়িতে ৩টি, কাউখালীতে ৩টি, জুরাছড়িতে ২২টি ও কাপ্তাইয়ে ১০টি বিদ্যালয় রয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ টাকার অঙ্কে ৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা।

এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত ভবনেই ঝুঁকি নিয়ে পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে উত্তর কুতুকছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি রণজিৎ চাকমা বলেন, শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে বিদ্যালয় খোলা রাখতে হচ্ছে।

উত্তর কুতুকছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঁচ কিলোমিটার দূরে মৌনতলা সূর্য কুমার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও এই অবস্থা। এই বিদ্যালয় ভবনে চারটি কক্ষের একটি শিক্ষক মিলনায়তন ও বাকি তিনটি শ্রেণিকক্ষ।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অমর প্রসাদ চাকমা বলেন, চারটি কক্ষের মধ্যে একটি বিধ্বস্ত হয়েছে। বাকি তিনটি কক্ষে এক থেকে দুই ফুট মাটি ঢুকেছে। এলাকাবাসী ও অভিভাবকেরা স্বেচ্ছাশ্রমে মাটি সরানোর পর কোনো রকমে ক্লাস চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।